প্রথম আলো

7 DEC 2013 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দুই ছাত্র হত্যার দায়ে নয়জনকে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দীপঙ্কর ঘোষ (১৮) ও খায়রুল কবির (১৮) হত্যাকাণ্ডের মামলায় নয়জন আসামির সবাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেটের বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক দিলীপ কুমার দেবনাথ এ রায় দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন সিলেট সদর উপজেলার ছামাউরাকান্দি গ্রামের বাসিন্দা নৌকার মাঝি গুলজার আহমদ (৩৭), নলকট পশ্চিমপাড়া গ্রামের ছইল মিয়া (৩০), শাহীন আহমদ (১৯), লাল মিয়া (২৩), ছাইমুদ্দিন (২২), জামাল মিয়া (২৫), রকিব মিয়া (১৯), পুটিমারা গ্রামের মো. আবদুল্লাহ (২৫) ও সেলিম মিয়া (২২)। কারাদণ্ড ছাড়াও প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত।

সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গুলজার আহমদ ও রকিব মিয়া পলাতক রয়েছেন। বাকি সাতজনকে রায় ঘোষণার আগে আদালতে হাজির করা হয়। রায় ঘোষণা শেষে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। রায় ঘোষণাকালে আদালতে উপস্থিত আসামিদের গতকাল থেকে এবং পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানোর দিন থেকে দণ্ড কার্যকর হবে বলে জানান আদালত।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০১১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিকৌশল ও পলিমার বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছয় সহপাঠীসহ আটজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বাদাঘাটের চেঙ্গেরখাল নদীতে নৌকা ভ্রমণে যান।

তাঁরা গুলজার আহমদ নামের এক মাঝির ইঞ্জিন নৌকা ২০০ টাকায় ভাড়া নেন। চেঙ্গেরখালের পুটিকাটারমুখ নামক স্থানে পৌঁছার পর অন্য একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকাযোগে ১০-১২ জন যুবক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালান।

এ সময় মাঝি গুলজার তাঁর নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে অন্য নৌকায় আসা দুর্বৃত্তরা গুলজারের নৌকায় উঠে ছয় শিক্ষার্থীকে মারধর করে। প্রতিবাদ জানালে খায়রুল ও দীপঙ্করকে পিটিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে দুর্বৃত্তরা চলে যায়। পরদিন তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়। সিলেট মহানগর পুলিশের জালালাবাদ থানার পুলিশ ওই রাতেই মাঝি গুলজারকে আটক করে।

এ ঘটনায় শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইশফাকুল হোসেন অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের আসামি করে জালালাবাদ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। পরে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন গুলজার মাঝি।

জবানবন্দিতে গুলজার মাঝি জানান, দুর্বৃত্তরা তাঁকে নতুন একটি মুঠোফোন দেওয়ার প্রলোভন দেখালে তিনি নৌকায় হামলা করার সুযোগ করে দেন।

তাঁর জবানবন্দি অনুসারে হামলাকারীরা শনাক্ত হলে বৃহত্তর বাদাঘাট এলাকার বাসিন্দারা পঞ্চায়েত কমিটির মাধ্যমে ২০১১ সালের ২৩ ডিসেম্বর অভিযুক্তদের মধ্যে সাতজনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে গুলজার মাঝি উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে আত্মগোপন করেন।

প্রতিক্রিয়া: দীপঙ্কর ও খায়রুলের বাড়ি ঢাকার বাসাবোয়। গতকাল অবরোধ থাকায় রায় ঘোষণার সময় দুই পরিবারের কেউ আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে দীপঙ্করের বাবা দীপক ঘোষ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার কাছে মামলার রায় যথাযথ মনে হয়নি। শাস্তি আরও কঠিনতর হবে বলে আশা করেছিলাম।'

রায়ের কপি পেলে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে জানান দীপক ঘোষ।